কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 21 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৪ ... কলাম ... ১ ...

# অনিশ্চিত শিক্ষাব্যবস্থা

## সমস্যা সমাধানে আন্তরিক হোন

দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় চরম অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আন্দোলনে আছেন। কর্মবিরতি পালন করেছেন কলেজশিক্ষকরা। সংবাদ সম্মেলন করে লাগাতার কর্মবিরতির হুমকি দিয়েছেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও আছেন আন্দোলনে। ঈদের ছুটির পর এই আন্দোলন আরো কঠোর হতে পারে—এমন ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে। সব মিলিয়ে অস্থিরতা বিরাজ করছে দেশের শিক্ষাঙ্গনে। শিক্ষার্থীদের সময় কাটছে অনিশ্চতায়। দুশ্চিন্তায় রয়েছেন অভিভাবকরা। বছরের শুরুতে কয়েক মাসের রাজনৈতিক অস্থিরতায় একাডেমিক ক্যালেন্ডারে বিশৃঙ্খলার পর কয়েক মাসে আগের পাঠ্যক্রম পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা ছিল শিক্ষার্থীদের। কিন্তু শিক্ষকদের আন্দোলনে তা আবার বাধাগ্রস্ত হলো। বিশেষ করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়ায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে হতাশা কাজ করছে। অন্যদিকে বছরের শেষার্ধে এসে প্রাথমিক সমাপনী, জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট, এসএসসি ও এইচএসসির টেস্টসহ স্কুল-কলেজের বার্ষিক পরীক্ষাও সমাপ্ত। ঠিক এই সময়ে শিক্ষকদের কর্মবিরতি ও আন্দোলনের প্রভাব অবশ্যই শিক্ষার্থীদের ওপর পড়বে। পরীক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে সবচেয়ে বেশি। পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়েও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক পরীক্ষার্থী গত শনি ও রবিবার পরীক্ষা দিতে পারেনি। এমনিতেই সেশনজট আছে; আবার এই পরীক্ষা স্থগিত হওয়ার ঘটনা শিক্ষার্থীদের হতাশ করবে। এদিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ঈদের ছুটি শুরু হচ্ছে আজ থেকে, চলবে টানা ১০ দিন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার পর নতুন করে আন্দোলন কর্মসূচি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠদানে বাধার সৃষ্টি করবে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষকদের আন্দোলন নতুন মোড় নেবে। শিক্ষামন্ত্রী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করলেও সমস্যার সমাধান হয়নি। বেতন স্কেল নিয়ে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায়নি।

দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে গেলে সবার আগে প্রয়োজন মানসম্পন্ন শিক্ষক। প্রাথমিক থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত মেধাবীদের শিক্ষকতায় আগ্রহী করে তুলতে হলে শিক্ষকের মর্যাদা ও বেতনের দিকটি অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে। সব পর্যায়ে বেতন আকর্ষণীয় না হলে, মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত না হলে, মেধাবীরা শিক্ষকতার মতো পেশায় আসতে আগ্রহী হবেন না, এটাই স্বাভাবিক। মেধাবীরা শিক্ষকতায় আগ্রহ হারালে শিক্ষার মান রক্ষা করা সম্ভব হবে না। দেড় বছর আগে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নীত করার ঘোষণা দেওয়া হয়। কিন্তু এখনো প্রধান শিক্ষকরা সে অনুযায়ী বেতন পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ রয়েছে। মাধ্যমিকের শিক্ষকদেরও রয়েছে বঞ্চনার অভিযোগ। একইভাবে কলেজের শিক্ষকরাও অষ্টম বেতন কাঠামোয় নির্ধারিত মর্যাদা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। আন্দোলনে আছেন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও।

এই অস্থিরতা নিরসনে সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে। শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করে একটি সিদ্ধান্তে আসতে হবে। শিক্ষা কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেওয়া যাবে না। আমরা আশা করব, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যথাযথ কর্তৃপক্ষ অচিরেই একটি শান্তিপূর্ণ ও সম্মানজনক সমাধান খুঁজে নিতে সচেষ্ট হবে।